

বাস্যদ

জীবনের জন্য বিজ্ঞান

AAO

২৭-১০-১৯



বাস্যদ : ১৯-২০

১১৭

“শেখ হাসিনার দর্শন,  
সব মানুষের উন্নয়ন”

# বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

BANGLADESH COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH (BCSIR)

সূত্র নং-৩৯.০২.০০০০.০১৬.২০.০৯৪.১৯ / ১৬০২

তারিখ: ১৮/০৯/১৯ খ্রিঃ

বিষয়: পরিষদের অনুন্নয়নখাতের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ইউনিট ভিত্তিক মূল রাজস্ব বরাদ্দ/বন্টন।

নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে পরিষদের অনুন্নয়ন খাতের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মূল রাজস্ব বাজেট ইউনিট ভিত্তিক বরাদ্দ/বন্টনের বিস্তারিত বিবরণ এতদসংগে প্রদান করা হলো:

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আবর্তক অনুদান খাতের (৩৬৫১) ৭টি কোডে এবং মূলধন অনুদান খাতের (৩৬৩২) ৫টি কোডে সরকারি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত ১২ টি খাতের সায়তুশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থনৈতিক কোডের আওতাধীন নতুন কোডসমূহ সংযোজন করে বাজেট প্রণীত হয়েছে।
- সরকার হতে প্রাপ্ত মূল বরাদ্দের সাথে নিজস্ব প্রাক্কলিত আয় যোগ করে ইউনিট ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ/বন্টন করা হয়েছে। কোন ক্রমেই খাত ভিত্তিক বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করা যাবে না;
- Annual Procurement Plan (APP) তৈরী ও পরিষদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।
- বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক।
- পরিষদের প্রশাসন বিভাগ ও পিএন্ডডি কর্তৃক স্থানীয়/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়। গবেষণাগার/ইউনিটসমূহে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/স্থানীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ/প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।
- পরিষদের সদস্য (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) এর সভাপতিতে যন্ত্রপাতি মেরামত/সংরক্ষণ খাতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশ ও পরিষদের মঞ্জুরী গ্রহণপূর্বক যন্ত্রপাতি মেরামত খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা আবশ্যিক।
- প্রত্যেক ইউনিট/গবেষণাগারের চলমান এবং নতুন আরএন্ডডি এর হালনাগাদ তালিকা পরিষদে প্রেরণ করতে হবে। তালিকায় অবশ্যই পূর্বে অনুমোদিত আরএন্ডডি এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ, খরচের বিবরণের বর্ণনা থাকতে হবে।
- বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে The Public Procurement Act- 2006 এবং The Public Procurement Rules- 2008 অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে। খাত ভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।
- বাজেট বিভাজনের বাইরে এক খাতের অর্থ অন্য খাতের সহিত সমন্বয় করা যাবে না বা এক খাতের ব্যয় অন্য খাত হতে নির্বাহ করা যাবে না।
- কোন খাতে অতিরিক্ত খরচের উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে উপযোজনের প্রস্তাব/সম্পূরক বরাদ্দের জন্য চাহিদা পরিষদের অর্থ বিভাগের বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।
- প্রত্যেক গবেষণাগার/ইউনিটকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত Key Performance Indicator (KPI) অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- যথাযথ নিয়মে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও আদেশ জারি এবং রোস্টার জারির মাধ্যমে এবং সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে প্রকৃত ওভার টাইমের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। অনিয়মিত ও নিয়ম বহির্ভূত ব্যয়ের দায় সিদ্ধান্ত প্রদানকারীর উপর বর্তাবে।
- পূর্ত ও নির্মাণ এবং মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের ব্যয় যথাযথ যৌক্তিকীকরণের নিমিত্তে ব্যয় নির্বাহের পূর্বে এর কাজের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ, প্রাক্কলন ও ব্যয়ের বিভাজন কর্ম-পরিকল্পনাসহ তথ্যাদি পরিষদের অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে।
- অনিবার্য কারণে কিংবা অপ্রত্যাশিত কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হলে সে প্রস্তাব পরিষদের অর্থ বিভাগের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৩০ জুন/২০২০ তারিখে “প্রতিশ্রুত ব্যয় (Committed Expenditure)” বাবদ কোন অর্থ রাখা যাবে না।
- বাজেট বন্টন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণী ৩০ জুন/২০২০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং একই সময়ের মধ্যে ৩০ জুন/২০২০ তারিখে অ-ব্যয়ীত অর্থ এবং স্থানীয় আদায় উসুলের অর্থ পৃথক পৃথক পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/চেকের মাধ্যমে পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রতি মাসের আয়/প্রাপ্তি ও ব্যয় বিবরণী পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে হার্ডকপি ও সফটকপি পরিষদের অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ আদেশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় অনুমোদিত হতে হবে।
- লাগসই ও শিল্প কলকারখানা পরিদর্শন এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যয় ভ্রমণ ব্যয় খাত হতে নির্বাহ করতে হবে এবং বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করতে হবে।

আইএনএআরএস  
পরিচালকের কার্যালয়  
ডায়েরী নং. ৭৫০  
তারিখ. ১৭/১০/১৯  
অনুস্বাক্ষর. Amiz

(মোঃ মাহবুব হাসান খান)  
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

